যায়যায়দিন

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চৌমুহনী কলেজে ছাত্রলীগের সঙ্গে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ, আহত ৩০

নোয়াখালী প্রতিনিধি

জেলার চৌমুহনী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে গতকাল শনিবার ছাত্রলীগের সঙ্গে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের দফায় দফায় সংঘর্ষে কয়েকজন শিক্ষকসহ ৩০ জন আহত হয়েছেন। এ সময় কলেজ ক্যাম্পাসসহ চৌমুহনীবাজার রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। সংঘর্ষে আহতদের নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতাল, চৌমুহনী ক্লাসিক হাসপাতাল, মাইজদী প্রাইভেট হাসপাতাল, মডার্ন হাসপাতালসহ বিভিন্ন ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ তিন দিনের জন্য কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্র জানায়, গতকাল বেলা ১১টায় একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানিয়ে ছাত্রলীগ কলেজ ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে। এ সময় ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির পেছন দিক থেকে লাঠিসোঁটা নিয়ে মিছিলে হামলা চালায়। এতে দু'পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষ শুরু হয়।

সংঘর্ষে ছাত্রলীগ কর্মী মোজাম্মেল হোসেন বাদল (২২), নিজাম উদ্দিন (২০), কামাল উদ্দিন (২১), মোঃ বাদল (২১), মহিন (১৯), ফোরকান (১৮), সোহাগ (১৯), রাজন (১৮), দিপুর (১৯), সজীব (২০), খলিলুর রহমান (২২), ছাত্রশিবিরের নোয়াখালী জেলা (উত্তর) সভাপতি জিল্লুর রহমান (২৩), চৌমুহনী শহর সভাপতি আবদুল বাকেরসহ (১৮) সাতজন নেতাকর্মী আহত হন। সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে কয়েকজন শিক্ষকও সামান্য আহত হন বলে কলেজ অধ্যক্ষ জানিয়েছেন।

পরে ছাত্রলীগ সংগঠিত হয়ে ছাত্রশিবির ও ছাত্রদলের ওপর পাল্টা হামলা চালায়। এক পর্যায়ে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির কলেজ ক্যাম্পাস

পৃঃ ২ ক ৭

চৌমুহনী কলেজে ছাত্রলীগের সঙ্গে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

থেকে বিতাড়িত হয়ে চৌমুহনী বাজারে এসে ঘণ্টাব্যাপী মিছিল করে। খবর পেয়ে ছাত্রলীগ মিছিল সহকারে চৌমুহনী বাজারের দিকে অগ্রসর হলে পাবলিক হলের সামনে ছাত্রদল ছাত্রশিবিরের মুখোমুখি হয়। সেখানে দু'পক্ষের মধ্যে ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এতে চৌমুহনী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ছাত্রদল সভাপতি রহমত উল্যা মিন্টু, সাধারণ সম্পাদক ফারুক, দেলোয়ার ও সোহাগসহ উভয় পক্ষের ১০ জন আহত হন।

এ সময় ছাত্রদল কর্মীরা একটি ওয়ার্কশপ ভাংচুর করে। চৌমুহনী বাজারে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। রাস্তার দু'পাশে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কলেজ ক্যাম্পাস ও বাজারে দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

কলেজ ছাত্রলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ চৌধুরী জানান, সকালে কলেজ কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি নিয়ে ছাত্রলীগ ক্যাম্পাস নবীনদের স্বাগত জানিয়ে মিছিল বের করে। এ সময় ছাত্রদল, ছাত্রশিবির মিছিলে হামলা চালায়।

অন্যদিকে কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি রহমত উল্যা মিন্টু বলেন, ছাত্রলীগ বহিরাগত ক্যাডারদের নিয়ে ক্যাম্পাসে মিছিলের নামে ছাত্রদল কর্মীদের ওপর হামলা চালায়। শিবিরের জেলা (উত্তর) সভাপতি জিল্লুর রহমান অভিযোগ করেন, বিনা উস্কানিতে ছাত্রলীগ বহিরাগত ক্যাডার নিয়ে ক্যাম্পাসে শিবির কর্মীদের ওপর হামলা চালিয়েছে।

বেগমগঞ্জ থানার ওসি রুহুল আমিন পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে জানান। কলেজের অধ্যক্ষ জেডএম ফারুকী জানান, স্টাফ কাউন্সিল জরুরি ভিত্তিতে সভা করেছে। সভায় কলেজ তিন দিনের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ যৌথভাবে হামলার প্রতিবাদে পাবলিক হল চত্বরে সমাবেশ ও বিক্ষোভ করেছে।